সঙ্ঘজননী

প্রসাদ

সঙ্ঘ মানে কি শুধুই সৌধ, উপাসনা-মন্দির?
শুধুই আরতি, নামগান, স্তব, বন্দনা বন্দির?
সঙ্ঘ মানে কি শুধু সেবাকাজ, কঠোর অনুশাসন?
ইন্টারনেটে আপলোড করা প্রবচন, সুভাষণ?
তাই যদি ভাবো, তাহলে বলব—এ তো হল বহিরঙ্গ,
এরও প্রয়োজন অনেক, বন্ধু, তাও এ তো নয় সঙ্ঘ।

জানতে চাও কি সঙ্ঘের কথা? খুঁজে দেখো ইতিহাস—
এসবের পিছে চাপা আছে কার প্রার্থনা হা-হুতাশ?
বাউলের দল কোথা থেকে এল—জানতে পারেনি কেউ,
নাচল, গাইল, জাগিয়ে তুলল পরাভক্তির ঢেউ।
একদিন গান হল অবসান, সভাস্থল হল স্তব্ধ,
বাউলের দল কোথা চলে গেল, নেই কোনও সাড়াশব্দ।

শূন্যসভায় করে হায়-হায় ব্যাকুল মাতৃহৃদয়—
'ঠাকুর, তোমার অবতারলীলা কালেই হবে কি লয়?
তোমার টানেতে গৃহসুখ ছেড়ে এসেছে, আসবে যারা
অন্ন এবং আশ্রয় পেতে কার কাছে যাবে তারা?
এছাড়াও আছে তোমার অনেক গৃহস্থ-সন্তান
কার কাছে গেলে জুড়াবে তাদের ত্রিতাপদগ্ধ প্রাণ?

আছে ভাবী কাল, আসবে অনেক পিপাসাকাতর ভক্ত,
দেশ-বিদেশের অনেক মানুষ, বেদান্ত-অনুরক্ত।
সকলের প্রাণ হবে গো শীতল, তোমার চরণে এসে,
সকল জীবের হবে উদ্ধার তোমাকেই ভালবেসে।
সকলের মনে শান্তি আনবে তোমার অমৃতবাণী'—
দরবিগলিত অশ্রুধারায় বলেন মা ঠাকুরানি।

মায়ের আশিস সম্বল করে, তোলপাড় করে বিশ্ব,
মার মহাসাধ মিটিয়ে দিল গো মার মহাবীর শিষ্য।
সঙ্ঘকে মাতা পালন করেছে বুকে ধরে চুপে চুপে—
কখনও ধাত্রী, কখনও নেত্রী, কখনও মাতৃরূপে।
আজ সে-সঙ্ঘ হয়েছে বিশাল, ছড়িয়েছে সারা ধরণী,
অলক্ষ্য থেকে নীরবে হাসেন তৃপ্ত সঙ্ঘজননী।